ভোরের কাগজ

তারিখ ... ২৭/৮/২০০৭
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

বাংলার মুখ

চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম

ওমর কায়সার

ব্যর্থ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

...ৰ্গী কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ এক মাস বন্ধ থাকার পর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এর পরিস্থিতি ক্রমশ সংঘাতের দিকেই যাচ্ছিল। একটা বড়ো ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে বলে সবাই আঁচ করেছিল। পত্রিকায় এ নিয়ে খবরাখবর বেরিয়েছে প্রচুর। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে থেকেই নানা ধরনের হাঁকডাক ছেড়েছে— যেভাবেই হোক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য 'পরিবেশ পরিষদ' গঠন করেছে। পুলিশ, বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই নাকি ভূত! পরিবেশ পরিষদ নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নানা অভিযোগ— একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শীদের নিয়েই নাকি এই পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আর তাই পরিবেশ পরিষদ বাতিলের দাবি জানিয়েছে অনেকেই। ওদিকে গত ১৩ আগস্ট ছাত্রলীগের কর্মীরা যখন উপাচার্যের কাছে তাদের দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিতে যাচ্ছিল তখন তাদের ওপর অতর্কিত চড়াও হয় পুলিশ এবং শিবিরকর্মী। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। উভয়পক্ষে গুলিবিনিময়, সংঘর্ষ। সাধারণ নিরীহ ছাত্ররা হলো আহত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আদি অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হলো। ক্যাম্পাসটি এখন নীরব-নিথর। অচল হয়ে পড়ে আছে চালকহীন গাড়ির মতো। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা আর হলো ...। কয়েক ঘণ্টার নোটিশে হল ত্যাগের নির্দেশ ...য়ে দূর-দূরান্তের ছাত্রছাত্রীদের মহাবিপাকে ফেললো। লেখাপড়া, পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে এর সমস্যার ...কোনো সমাধান হবে না সে কথা কর্তৃপক্ষ ...শ্চয় বোঝেন। তাছাড়া বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের ...র্থতার দায়ও এড়াতে পারবেন না কর্তৃপক্ষ। ...শ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ...ই-সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। ...কপেশে, একচক্ষু দৃষ্টি দিয়ে শুধু একপাশেই ...খা যায়— অন্য পাশে অন্ধকার থেকে যায়। ...ধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দাবি— ...বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুচোখের দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুক। পরিবেশ পরিষদ পুনর্গঠন করুক। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

ঝুঁকিপূর্ণ আসনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন

আসন্ন নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ)। পর্যবেক্ষকরা জানান, এসব এলাকার সাধারণ মানুষ রাজনীতিক, বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে কথা বলেই জানিপপ এই আশঙ্কা ব্যক্ত করলো।

জানিপপ জানায়, সন্দ্বীপে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের ক্যাডারদের হাতে গোটা পাঁচেক একে-৪৭ চলে এসেছে। এছাড়া রয়েছে হাজার দুয়েক অন্য অস্ত্র। গত নির্বাচনে এখানে একজন প্রার্থীর পোলিং

চট্টগ্রামের নির্বাচন পরিস্থিতি এখনো বলতে গেলে শান্ত। কিন্তু শিবির ক্যাডাররা যেভাবে একের পর এক খুন করে চলেছে তাতে পরিস্থিতি বেশিদিন শান্ত থাকবে বলে মনে হয় না। পুলিশ প্রশাসন চট্টগ্রামের চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ আসনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক ভূমিকা না রাখলে বড়ো ধরনের সংঘর্ষের দায় তাদেরকেই নিতে হবে।

চট্টগ্রামের ১৫টি আসনের নির্বাচনপূর্ব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানিপপ জানিয়েছে, সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম-৩), ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম-৪), রাউজান (চট্টগ্রাম-৬), রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম-৭) এবং সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম-১৪) আসনের কোনো কোনো এলাকা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

অস্ত্রবাজ, কালো টাকার মালিক এবং রাজনৈতিক ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য এসব এলাকাকে ... এজেন্ট নিহত হয়েছে প্রতিপক্ষের ক্যাডারদের হাতে।

সাতকানিয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জানিপপের পর্যবেক্ষকরা জানান, এখানকার সাধারণ মানুষ সবসময় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায়, সশস্ত্র ক্যাডাররা দলবদ্ধ হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এখানকার অস্ত্রধারীরা সংঘবদ্ধ। এরা কোনো সময় সাধারণ মানুষদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ... নির্বাচনের পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে জানিপপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

জানিপপ আরো জানায়— ফটিকছড়ি, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় চলছে অস্ত্রের খেলা। এখানকার দুর্গম পাহাড়ি বনাঞ্চলে রয়েছে সন্ত্রাসীদের আস্তানা, অস্ত্রের কারখানা। সন্ত্রাসীরা নির্বাচনে প্রার্থীদের পক্ষ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়ে থাকে। সামনের নির্বাচনে তাদের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিপপ আশঙ্কা করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে হঠাৎ করে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বল্গাহীন হয়ে পড়েছে– চট্টগ্রামে সেরকমটি হয়নি। নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি এখানে শান্ত, রাজনীতিবিদ, কর্মীরা এখনো সহনশীল। সারাদেশের মতো এখানেও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ও সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য পুলিশি অভিযান চলছে। পুলিশ প্রতিদিন তাদের এসব কীর্তির বয়ানও শোনায় ও দেখায়। কিন্তু এরপরও কোথাও যেন ফাঁক রয়ে গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর চট্টগ্রামে শিবিরের তৎপরতা বেড়ে গেছে। কোন মন্ত্রবলে স্বাধীনতাবিরোধী এই ধর্মান্ধদের ডানা গজাচ্ছে। পত্রিকায় এখন প্রায়ই খবর ওঠে— চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে শিবির ক্যাডারদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার শিবিরকর্মীদের হাতে দুজন ছাত্রলীগ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সাতকানিয়ায় গত সপ্তাহে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে খুন করেছে। তাদের ধারালো খঞ্জর আবার উদ্যত হয়েছে। আবারো রগ কাটা, কব্জি কাটা শুরু করেছে।

চট্টগ্রামের নির্বাচন পরিস্থিতি এখনো বলতে গেলে শান্ত। কিন্তু শিবির ক্যাডাররা যেভাবে একের পর এক খুন করে চলেছে তাতে পরিস্থিতি বেশিদিন শান্ত থাকবে বলে মনে হয় না। পুলিশ প্রশাসন চট্টগ্রামের চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ আসনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক ভূমিকা না রাখলে বড়ো ধরনের সংঘর্ষের দায় তাদেরকেই নিতে হবে।